এক শান্তি রক্ষীর দিনলিপি

জানজাওয়িদ:অনারব দারফুরিয়ানদের আতঙ্ক

----রাজ্জাক রাজা

আরবী ভাষায় জানজাওয়িদ শব্দের অর্থ হল,বন্দুক হাতে অশ্বারোহী কিংবা কেবল অশ্বারোহী। তবে জানজাওয়িদ বলতে পশ্চিম সুদানের দারফুর অঞ্চলের সশস্ত্র এক শ্রেণীর বিদ্রোহীদেরকেই বোঝায়। জানজাওয়িদরা হল আরবী ভাষী আফ্রিকান উপজাতীর লোকদের সমন্বয়ে গঠিত সশস্ত্র গ্রুপ । এই সশস্ত্র গ্রুপের পরিচালক বা নেতারা মূলতঃ যাযাবর গরু পালনকারী বাগারা ও উষ্ট্র পালনকারী আব্বালা সম্প্রদায় গুলো থেকে এসেছে।

পশ্চিম সুদানের দারফুর অঞ্চলে সক্রিয় বিদ্রোহী গ্রুপ গুলোর মধ্যে এক মাত্র জানজাওয়িদরাই হল খার্তুম সরকারের অনুগত এবং সরকারী বাহিনী সুদান আর্মড ফোর্সেস এর আশীর্বাদ পুষ্ট। সুদান সরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত চারটি সশস্ত্র গ্রুপ যথা-- দারফুর লিবারেশন ফ্রন্ট (ডিএলএফ), সুদান লিবারেশন মুভমেন্ট (এসএএলএম), সুদান লিবারেশন আর্মি (এসএলএ) ও জাস্টিস এন্ড ইকুয়েলিটি মুভমেন্ট(জেম) এর সাথে জানজাওয়িদদের বহু পুরাতন বিরোধ রয়েছে। অন্য চারটি গ্রুপের সদস্যরা মূলতঃ দারফুরে স্থায়ী ভাবে বসবাসকারী কৃষিজীবী জাগওয়া, মাসালিট ও ফুর গোত্র থেকে এসেছে। জানজাওয়িদ গ্রুপের উপজাতী গুলোর মধ্যে সরকার বিরোধী গ্রুপ গুলোর চারণ ভূমি ও পানির উৎসের কর্তৃত্ব নিয়ে বিরোধ শুরু হয়। দারফুর, বিশেষ করে উত্তর দারফুরের বিরাট অংশ প্রতিবছর সাহারা মরুভূমির চরমভাবাপন্ন আবহাওয়ায় একীভূত হয়ে যাচ্ছে। দারফুরের উত্তরাঞ্চলে চলছে মরু করণ প্রক্রিয়া। মরুভূমির শুষ্কতায় টিকতে না পেরে বাগারা ও

আব্বালা গোত্রের উপজাতীরা ধীরে ধীরে দক্ষিণের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। কিন্তু দক্ষিণের অধিবাসীরা এর ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এই নিয়ে উত্তর দারফুরের অধিবাসীদের সাথে দক্ষিণ ও পশ্চিম দারফুরের অধিবাসীদের সশস্ত্র সংঘাত হতে থাকে।

প্রথম বার ১৯৯০ সালে ও দ্বিতীয় বার ২০০১-২০০৫ সময়ে জানজাওয়িদরা বিশ্বের প্রচার মাধ্যমে আলোচিত হলেও এই গ্রুপের জন্ম মূলঃ ১৯৮৮ সালে। তৎকালে লিবিয়া কর্তৃক চাদ আক্রান্ত হলে চাদের প্রেসিডেন্ট হিসেনী হাব্রে ফ্রান্স ও যুক্ত রাষ্ট্রের সহায়তায় লিবিয়ান আর্মিকে পরাজিত করে। চাদের লিবিয়ান সহযোগী আকিক ইবনে ওমর সাইদ তার সহযোগিদের নিয়ে সুদানের দারফুরে পালিয়ে এসে শেখ মুসা হিলালের আতিথ্য গ্রহণ করে। হিলাল ছিল তৎকালে উত্তর দারফুরের আরবী ভাষী আফ্রিকান উপজাতী মাহামিড রিজেইগাতদের নতুন নির্বাচিত প্রধান। ইতোপূর্বে হিলালের লোকজন লিবিয়া থেকে প্রাপ্ত অস্ত্র ও গোলাবারুদ চোরাচালানীর মাধ্যমে চাদের বিদ্রোহী ইবনে ওমরের কাছে পৌঁছে দেয়ার কাজ করত। পরবর্তীতে চাদ ও ফরাসী যৌথ বাহিনীর হাতে ইবনে ওমরের ঘাঁটি ধ্বংস হলে ইবনে ওমরের অস্ত্র ভান্ডার হিলালের দখলে চলে আসে। মূলতঃ চাদের বিদ্রোহী ইবনে ওমরের অস্ত্র দিয়েই জানজাওয়িদরা তাদের সশস্ত্র কর্মকাণ্ডের সূত্রপাত করে।

সমগ্র নব্বইয়ের দশকে জানজাওয়িদরা দারফুর ও চাদের পূর্ব সীমান্তে বসবাসরত আরব গোত্র সমূহের সংগঠন হিসেবেই তাদের কর্মকান্ড পরিচালনা করেছে। চাদ সরকারকে চাপ প্রয়োগ করা এবং স্থানীয় কালো আফ্রিকানদের দমিয়ে রাখার কৌশল হিসেবে প্রথম থেকেই জানজাওয়িদদের সুদান সরকার সহযোগিতা করতে থাকে। ২০০০ সালের পূর্বে জানজাওয়িদরা স্থানীয় ভূমির **স্বত্ত** দখল ও

অন্যান্য নিজস্ব দাবী নিয়েই অগ্রসর হচ্ছিল। আরবী ভাষী বাগারা সমপ্রদায় তাদের গবাদী পশুর জন্য চারণ ক্ষেত্র-প্রাপ্তি নির্বিঘ্ন করতে জানজাওয়িদদের সাথে যোগ দেয়।

১৯৯৯-২০০০ সালে দারফুরের কালো আফ্রিকানদের সংগঠন সুদান লিবারেশন মুভমেন্ট ও জাস্টিস এন্ড ইকুয়েলিটি মুভমেন্ট কর্তৃক সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু করলে সুদানের খার্তুম সরকার তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল ও স্থানীয় আফ্রিকানদের প্রতি বিদ্বেষ ভাবাপন্ন জানজাওয়িদদের আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত করে বলে অভিযোগ পাওয়া যায়।

সরকারী বাহিনী কর্তৃক অস্ত্র-গোলাবারুদ ও অন্যান্য সহযোগিতা পেয়ে জানজাওয়িদরা স্থানীয় অনারব কাল আফ্রিকানদের স্বমূলে ধ্বংশ করার অভিযানে নামে। তারা স্থানীয় ফুর, মাসালিট, জাঘওয়াসহ অন্যান্য স্থানীয় অনারব জাতী গোষ্ঠির উপর ব্যাপক আক্রমণ পরিচালনা করে। এর ফলে দারফুরে ব্যাপক মানবিক বিপর্যায় ঘটে।

জানজাওয়িদ যোদ্ধারা দারফুরে সরকারী বাহিনীর পরিপূরক হিসেবে কাজ করে। ২০০৩ সাল থেকে দারফুরের বিচ্ছিন্নতাবাদি গ্রুপগুলো সরকারের বিরুদ্ধে তাদের সশস্ত্র সংগ্রাম জোরদার করলে সুদান সরকার জানজাওয়িদদের নৃসংশতাকে পুরোপুরি ব্যবহার করে। জানজাওয়িদ যোদ্ধা ও সরাকারী বাহিনীর পরিকল্পিত আক্রমণে দারফুরে ২০০৩ সাল থেকে এ পর্যন্ত ২ থেকে ৪ লাখ লোক নিহত হয়েছে বলে পশ্মিমা সরকার ও প্রচার মাধ্যম গুলো দাবী করে। এই সব নিহত ব্যক্তিদের অধিকাংশই নিরীহ বেসামরিক লোক যারা কেবল অনারব আফ্রিকান হবার কারণেই এই পরিণতির শিকার হয়েছে।

২০০৬ সালে দারফুরের বিদ্রোহীদের সাথে সুদান সরকারের শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হলে সুদান সরকার জানজাওয়িদদের সুদানের সরকারী বিভিন্ন বাহিনীতে আত্মিকরণ করার প্রক্রিয়া শুরু করে। কিন্তু সরকারী পৃষ্ঠ পোষকতায় নির্বিচারে হত্যা কাণ্ড পরিচালনার জন্য এই জানজাওয়িদ নেতাদের গণহত্যার দায়ে বিচার করার দাবী ওঠে। জানজাওয়িদ নেতা আহমেদ হারুণ ও ইবনে কুশায়েবকে আন্তর্জাতিক যুদ্ধাপরাধ কোর্ট (আইসিসি) থেকে গণহত্যার অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করে তাদের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক গ্রেফতারী পরোয়ানা জারী করা হয়। কিন্তু সুদান সরকার আন্তর্জাতিক যুদ্ধাপরাধ কোর্টকে স্বীকৃতি দেয় নি। তারা সুদানের কোন নাগরিককে সুদানের বাইরের কোন কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দিবে না বলে সাফ সাফ জানিয়ে দিয়েছে। সুদান সরকার আহম্মেদ হারুনকে পরবর্তীতে দারফুরের উদ্বাস্তুদের সাহায্য সহযোগিতা বিষয়ক প্রতি-মন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ করে। অধুনা সুদানের রাষ্ট্রপতি আল-বসির দারফুরে মানবাধিকার লঙ্ঘণ বিষয়ক ঘটনাবলী তদন্তের জন্য আহম্মদ হারুনকে দায়িত্ব দিয়েছেন।

পশ্চিম সুদানের জানজাওয়িদ যোদ্ধারা সুদান সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় ডাল-পালা বিস্তার কালেও তারা সম্পূর্ণরূপে সুদান সরকারের মুঠোর মধ্যে নেই। তারা মূলতঃ স্থানীয় অনারব আফ্রিকানদের সাথে চারণ ভূমির কর্তৃত্ব নিয়েই বিরোধকে আদি বিরোধ মনে করে। দারফুরে জাতি সংঘ শান্তি রক্ষী বাহিনীর কার্যক্রম জানজাওয়িদদের চারণ ভূমির কর্তৃত্ব থেকে বঞ্চিত করবে বলেই মনে করে। তাই জানজাওয়িদ যোদ্ধারা জতি সংঘ শান্তি রক্ষীদের আক্রমণ করে দারফুর অঞ্চল থেকে জাতি সংঘের কার্যক্রম বন্ধ করার গোপন অভিলাসে মেতেছে বলে অনুমান করা যায়।